যুগান্তর

তারিখ 01 FEB 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ

বই ক্রয়ে দুর্নীতি : দুদকের অনুসন্ধান শুরু আজ

যুগান্তর রিপোর্ট

নোয়াখালীর আবদুল্ মালেক উকিল মেডিকেল কলেজে ৬ কোটি টাকার বই ক্রয়ে দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ লক্ষ্যে উপ-পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলমকে কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আজ থেকে তিনি কার্যক্রম শুরু করবেন বলে জানা গেছে।

দুদক সূত্র জানায়, গত ২৩ অক্টোবর দৈনিক যুগান্তরে 'বই কেনায় ডাকাতি : সাড়ে ৬ হাজার টাকার বই ২২ লাখ টাকায়' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, নোয়াখালীর আবদুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগসাজশ করে 'অরবিটাল ইন্টারন্যাশনাল ইন কর্পোরেশন' নামক বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের ৬ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

প্রকাশ হয়নি— এমন বইও 'সরবরাহ' দেখিয়ে হাতিয়ে নেয়া হয় ২ কোটি টাকা। বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) টেন্ডারটি বাতিলের সুপারিশ করে। সরকারের পক্ষ থেকে গঠিত হয় দুটি কমিটি। এরপরও আবদুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কিছু পাইরেটেড বই 'সরবরাহ' দেখিয়ে আরও অন্তত ২ কোটি টাকা ছাড় করিয়ে নিয়েছে বলে সূত্র জানায়। প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে কমিশন বিষয়টি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে মেডিকেল কলেজের বই সরবরাহে নজিরবিহীন এ দুর্নীতির তদন্তে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (শৃংখলা) আহ্বায়ক করে গত ৭ ডিসেম্বর ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করে মন্ত্রণালয়। ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয় তিন সদস্যের আরও একটি কমিটি গঠন করে। দুটি কমিটিকেই প্রতিবেদন পেশের জন্য যথাক্রমে ১৫ কার্যদিবস এবং ৭ কার্যদিবস বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদনই জমা পড়েনি। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অবশিষ্ট অর্থও ছাড় করিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করছেন বলে জানায় সূত্র।